Ei Somoy dated, 14.12.2021

পাইপ গ্যাসের পরিকাঠামো নির্মাণ শুরু হলো কলকাতায়

কৌশিক প্রধান

কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় কিছু গৃহস্থের হেঁশেলে পাইপের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করার লক্ষ্যে শহরে পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। জগদীশপুর থেকে দুর্গাপুর পর্যন্ত আসা পাইপলাইন আগামী এক বছরের মধ্যে কলকাতার উপকণ্ঠ অবধি সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে গেইল। আর গেইলের সেই পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহ শুরু হওয়ার পরেই যাতে তা তাদের কিছু গ্রাহক পান, সেটা নিশ্চিত করতে কলকাতা ও নিউটাউনে চলতি মাসে পাইপলাইন পাতার কাজ শুরু করে দিয়েছে বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিসিএল)। রাজ্য সরকারের গ্রেটার ক্যালকাটা গ্যাস সাপ্লাই কর্পোরেশন ও গেইল-এর এই যৌথ উদ্যোগ সংস্থা একই সঙ্গে কলকাতা ও তার সন্নিহিত এলাকায় সিএনজি স্টেশনেও পাইপলাইনের মাধ্যমে গাড়ির জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করতে চায়।

বিজিসিএল-এর এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, 'গেইল-এর পাইপলাইন থেকে বিজিসিএল-কে গ্যাস সরবরাহ করার জন্য তিনটি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। বিজিসিএল যে দিন গেইলের পাইপলাইন থেকে গ্যাস পাবে, তার পরে যত শীঘ্র সম্ভব যাতে তা কিছু গ্রাহককে সরবরাহ করা যায়, সেটা সুনিশ্চিত করতে ইএম বাইপাসে চিংড়িহাটা থেকে কসবা ও নিউটাউনে ইস্পাতের পাইপলাইন বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। হাওড়া এলাকাতেও কাজ শীঘ্র শুরু হবে।'

আগামী পাঁচ বছরে প্রায় ৫,০০০ কোটি টাকা লগ্নি করার পরিকল্পনা করেছে বিজিসিএল। কলকাতা ও তার সংলগ্ন দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি ও নদিয়া জেলার কিছু এলাকায় প্রায় ১,৫২৯ বর্গকিলোমিটার অঞ্চলে শহরে গ্যাস বণ্টন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং সেখানে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করার দায়িত্ব পেয়েছে সংস্থাটি। সেই কারণে আগামী ২৫ বছরে তারা বৃহত্তর কলকাতায় প্রায় ৪৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ ইস্পাতের পাইপলাইন পাতবে। তার মধ্যে কিছু পাইপের বরাত ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। তার পরে গ্রাহকের ঠিকানা পর্যন্ত গ্যাস পৌঁছে দিতে পাতা হবে পলিইথিলিন পাইপলাইন।

সমগ্র পাইপলাইন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য পূর্ত দপ্তর, কলকাতা পুরসভা সহ বিভিন্ন পুর কর্তৃপক্ষ, পঞ্চায়েত, এনএইচএআই কর্তৃপক্ষ ও আরও একাধিক এজেন্সির অনুমোদন প্রয়োজন। যেখানে সমস্ত অনুমোদন মিলবে, সেখানেই পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ শুরু করবে বিজিসিএল। যেহেতু পর্যায়ক্রমে অনুমোদন পাওয়া যাবে, তাই বিজিসিএল এলাকার মধ্যে থাকা সমস্ত গ্রাহক কয়েক বছর ধরে ধাপে ধাপে গ্যাস সরবরাহ পাবেন।

গেইলের পাইপলাইন থেকে বিজিসিএল-এর গ্যাস পাওয়ার জন্য হুগলিতে রাজারামবাটি ও বড়গর্জি এবং নদিয়ার গয়েশপুর নিকটবর্তী একটি স্থান চিহ্নিত হয়েছে। আগে উত্তর ২৪ পরগনার নীলগঞ্জ পর্যন্ত গেইলের পাইপলাইন নিয়ে আসার পরিকল্পনা থাকলেও কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাটি সূত্রে খবর, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গয়েশপুর পর্যন্ত পাইপলাইন টানা হবে। সেখানে থেকে পাইপলাইন টেনে গ্যাস নিজেদের এলাকায় নিয়ে আসবে বিজিসিএল।

তবে গেইলের পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস আসার আগেই পাঁচটি বড় আবাসন— আবাসনি, ইউনিওয়ার্ল্ড, রোজডেল, হাইল্যান্ড পার্ক এবং নিউ কলকাতা শ্রীরামপুরের আবাসিকদের হাজার দশেকের মতো রান্নাঘরে পাইপ গ্যাস সরবরাহ করার পরিকাঠামো গড়ে তুলছে বিজিসিএল। দুর্গাপুর থেকে গাড়ি (ট্যাঙ্কার) করে প্রাকৃতিক গ্যাস কলকাতায় নিয়ে এসে তা পাইপে করে ওই আবাসনগুলিতে আপাতত সরবরাহ করা হবে বলে সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে।

বাজার দর

গহনার সোনা	পাকা সোনা
₹৪৬,২৫০ (₹৫০)	₹৪৮,৭৫০ (₹৫০)

হলমার্কযুক্ত সোনার গহনা
₹৪৬,৯৫০ (₹৫০)
প্রতি ১০ গ্রামের দাম, কর অতিরিক্ত

রুপোর দর (প্রতি কেজি)
₹৬১,৫০০ (₹২০০)

মার্কিন ডলার	৭৫.৪৫	০১
ইউরো	৮৫.৪৫	০৪
ইয়েন (প্রতি ১০০)	৬৬.৭৪	০৭
ব্রিটিশ পাউন্ড	১০০.৩৯	৭৩
সেনসেক্স	৫৮,২৮৩.৪২	৫০৩.২৫
নিফটি	১৭,৩৬৮.২৫	১৪৫.০৫

Anandabazar Patrika dated,26.12.2021

GAIL: নতুন বছরেই বাড়ি বাড়ি ফের পাইপে রান্নার গ্যাস

নিজস্ব সংবাদদাতা

২৬ ডিসেম্বর ২০২১ ০৬:৪০

ফাইল চিত্র।

নতুন বছরে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। তবে এ বার শুধু কলকাতা বা হাওড়া নয়, সেই ইতিহাসের সঙ্গী হবে দক্ষিণবঙ্গের আরও কয়েকটি জেলা। পাইপের মাধ্যমে রান্নার গ্যাস পেতে কলকাতা, নিউটাউনের সঙ্গে দৌড়ে পা মেলাবে দুর্গাপুরের গোপালপুর, হুগলির পাণ্ডুয়াও!

কলকাতা ও হাওড়ার একাংশে রান্নার জন্য পাইপের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের সূত্রপাত দেড়শো বছরেরও বেশি আগে। তৎকালীন ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানির (পরে রাষ্ট্রায়ত্ত গ্রেটার ক্যালকাটা গ্যাস সাপ্লাই কর্পোরেশন) হাত ধরে। কিন্তু জোগানের অভাবে পরে গতি হারায় সেই পরিষেবা।

এ বার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা গেলের পাইপলাইন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস জোগানের পথ ফের খুলছে। আপাতত দক্ষিণবঙ্গে কলকাতা-সহ রাজ্যের ১০টি জেলায় গাড়ির জ্বালানি (সিএনজি) এবং রান্নার জন্য বাড়িতে বাড়িতে তা সরবরাহের বরাত পেয়েছে আইওসি-আদানি গোষ্ঠীর কনসোর্টিয়াম (আইওএজিপিএল), হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম (এইচপিসিএল) এবং বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি (বিজিসিএল)। ইতিমধ্যে কয়েকটি সিএনজি স্টেশন চালু করেছে সংস্থাগুলি। চলছে বাড়িতে গ্যাস জোগানের জন্য পাইপলাইন পরিকাঠামো তৈরির কাজ।

বিজিসিএল সূত্রের খবর, গেলের পাইপলাইন আসতে সময় লাগলেও এসার গোষ্ঠীর কাছ থেকে আপাতত বিশেষ ট্রাকে করে (কাসকেড) কোল বেড মিথেন গ্যাস তাদের কলকাতার সিএনজি স্টেশনগুলিতে পাঠাচ্ছে গেল। একই পদ্ধতিতে জানুয়ারিতে কলকাতার বড় কয়েকটি আবাসন কমপ্লেক্সে (প্রথমে আরবানা) গ্যাস জোগাবে বিজিসিএল। এ জন্য সংশ্লিষ্ট আবাসন চত্বরে 'ডিকমপ্রেসন ইউনিট' বসানো হচ্ছে। জুলাইয়ের মধ্যে নিউ টাউন, পাটুলির পাশাপাশি শ্রীরামপুরের কয়েক হাজার পরিবারের তা পাওয়ার কথা। কাসকেডে নয়, গেলের মূল পাইপলাইনের উপরেই অবশ্য নির্ভর করছে বাকি দুই সংস্থা। আইওএজিপিএলের এক পদস্থ কর্তা জানান, দুর্গাপুরের কাছে গোপালপুরে মোট ৫০ কিলোমিটার পাইপলাইন তৈরির কাজ মাস দেড়েকে শেষ হওয়ার আশা। গেলের পাইপলাইনে গ্যাস এলেই মার্চ-এপ্রিলে গোপালপুরের হাজারখানেক পরিবারকে গ্যাস জোগাতে চায় সংস্থাটি। তাদের পরের লক্ষ্য দুর্গাপুজোর সময়ে দুর্গাপুর শহরাঞ্চলে সেই পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। প্রথম পর্যায়ে সব ৮-১০ হাজার পরিবারকে গ্যাস জোগানো তাদের লক্ষ্য।

এইচপিসিএলের এক পদস্থ কর্তা জানান, সব কিছু ঠিকঠাক চললে ২০২২ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে পাণ্ডুয়ার প্রায় সাত হাজার বাড়িতে গ্যাস সরবরাহ শুরু করবেন তাঁরা। পরের পর্যায়ে গ্যাস পৌঁছবে মগরা, ত্রিবেণী ও ব্যান্ডেলে। নদিয়ার বহু এলাকাও আসবে পরিষেবার আওতায়। এর জন্য হুগলির রাজারামবাটি থেকে পাণ্ডুয়ার দিকে ১০ কিলোমিটার ও বৈদ্যবাটি থেকে আরামবাগের দিকে চার কিলোমিটারের দু'টি পাইপলাইন গড়েছে তারা। সেটি থেকে বাড়ি বাড়ি গ্যাস পৌঁছতে তৈরি হবে পলিইথিলিনের
পাইপলাইন পরিকাঠামো।